যারা মিডিয়ার মাঠে তাদের জন্য একটি বার্তা

বার্তা প্রেরনকারী শাইখ আনোয়ার আল আওলাকি
(আল্লাহ্ তাঁকে রক্ষা করুন)

بسم الله الرحمن الرحيم

সকল প্রশংসা আল্লাহতাআলার জন্য , এবং শান্তি ও দোয়া নবী এবং বার্তাবাহকদের নেতার উপর, তাঁর পরিবারের সকল সদস্য এবং সাথীদের উপর প্রতিফলন দিবসের আগ পর্যন্ত।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেনঃ

(ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ)

এরপর আমি আপনাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ শরীয়তের উপর। অতএব, আপনি এর অনুসরণ করুন এবং অজ্ঞানদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না।(৪৫:১৮)

অবশ্য আমেরিকা হচ্ছে প্রচন্ড সাম্রাজ্যের লিপ্সুক। স্বাধীনতার অজুহাতে আমেরিকার সকল প্রকারের অপরাধ ও নৈতিকতা বিরোধী কাজ হচ্ছে মানব প্রবনতার যথাযথ এবং সোজা বিপরীত।

আমেরিকা এবং পশ্চিমারা তখনই মত প্রকাশের স্বাধীনতার ব্যপারে কথা বলে যখন সেটি কুফর এবং বিকৃত রুচির ইচ্ছার উপর হয়। যেটি তাদের সত্যিকারের মুখোশকে উন্মোচিত করে সেটি ব্যতীত তারা সবকিছু প্রকাশ করে।

আমেরিকার জনসাধারন বিকৃত রুচির অনেক উচু পর্যায়ে অবস্থান করতেছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিজে নতুন একটি আইনে স্বাক্ষর করেছে যেটি সৈন্যবাহিনীর সমকামীতাকে অনুমোধন দেয়ার মাধ্যমে তাদের অধঃপতনের অবস্থা প্রকাশ করে যেখানে এই লোকগুলো কুফর এবং নৈতিকতার সকল সীমাকে অতিক্রম করে ফেলেছে যা নবী এবং রসূলদেরকে ধ্বংস করতে পাঠানো হয়েছিল। যারা আমেরিকা এবং তাদের এজেন্টদের অপরাধগুলোর মুখোশ উন্মোচিত করতে চায় তাদের মত প্রকাশের কোন স্বাধীনতা নেই। আমেরিকা এবং ইহার চামচারা তাদের আইনগুলোকে প্রচারের মাধ্যমে অনেক বেশি প্রতারনা করছে যেটিকে তারা বলে স্বাধীনতা,গনতন্ত্র এবং মানবাধিকার । যেখানে এই বাক্যগুলো আর কিছুই না পৃথিবীর সম্পদগুলোকে দখল করার জন্য একটি ধোঁকা।

যারা প্রচার মাধ্যম এবং সাংবাদিতায় কাজ করেন তারা সচেতন এবং কর্মঠ। তারা চাচ্ছেন জনগনের কাছে সত্য ঘটনাগুলো প্রকাশ করতে। তারা আমেরিকা এবং তাদের চামচাদের সঠিক মুখোশকে উন্মোচিত করার চেষ্টা করছেন। সাঈদ আলী জাঈর সৌদী শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে তার সঠিক অভিমতের কারনে বন্দী হয়েছেন। তাঈসীর আলুউনি এবং সামী আল-হাজ বন্দী হয়েছিলেন আফগানিস্তানে আমেরিকার অপরাধগুলোর সঠিক অভিমতের কারনে, এখন ইয়েমেনে ফ্রিল্যান্স রিপোর্টার আব্দুল ইলাহ হায়দার শাঈয়ী বন্দী হয়েছিলেন ইয়েমেনে আমেরিকার অপরাধগুলোর সঠিক অভিমতের কারনে। আমেরিকা আবায়ান এবং শাবওয়াহতে বোমা বর্ষন করেছিল এবং তারপর ইয়েমেনি সরকার এই ঘটনার জন্য দায়িত্ব স্বীকার করেছিল। আব্দুল ইলাহ প্রথম ইয়েমেনের জনগনের বিরুদ্ধে আমেরিকা এবং ইয়েমেনি সরকারের ষড়যন্ত্র প্রকাশ করেছিলেন। সাংবাদিক আব্দুল ইলাহ খোলাখুলিভাবে বলেছিলেন তার গ্রেপ্তারের পিছনে এইটি ছিল ঘটনার মূল কারন। আব্দুল ইলাহ হায়দার শাঈয়ী ছিলেন অশান্ত সমুদ্রের মিথ্যা কাহিনী এবং গোপনীয়তার তরঙ্গের মধ্যে একটি সত্যের কণ্ঠস্বর।

সত্যকে তারা গোপন করে। আব্দুল ইলাহ হচ্ছেন একটি মোমবাতি যেটি রাজনীতিকরনের আরোপিত অন্ধকারের মধ্যে আলো। আল্লাহকে পরিত্যাগ করার মাধ্যমে আরব মিডিয়া নিয়ন্ত্রিত করে পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারবে না। ইন্টারনেট হচ্ছে সর্বপ্রকার তথ্যে পরিপূর্ন একটি খোলা বিশ্ব। এইটি জ্ঞান এবং তথ্য ধারন করে কিন্তু এতে গুনাহ এবং সীমালংঘনকারী অনেক কিছু আছে। এর সমস্ত কিছু উন্মুক্ত এবং সহজে পাওয়া যায়। যাহোক এখনও পর্যন্ত সত্যের জন্য দাঁড়াতে লড়াই

এবং প্রতিরোধ করতে হচ্ছে। শুধু এটিই নয় ইরাকে আমেরিকার যুদ্ধের কিছু ঘটনার ব্যাপারে সত্য মন্তব্য এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার আমেরিকা ও তার দালালদের আলোচনার কারণে আমেরিকা উইকিলিকসের মত ওয়েবসাইটগুলোকে বাধা দিতে চেষ্টা করছে ।

অবশ্যই ইয়েমেনের সরকারের আমেরিকার সাথে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইয়েমেনের জনগনের উপর বোমা নিক্ষেপ কক্ষনো ভোলা যাবে না। যারা মিডিয়ার মাঠে কাজ করছেন তাদের অবশ্যই আব্দুল ইলাহের কাজকে ধারন করতে হবে এবং তাঁর পথে চলতে হবে যেটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন। এই ষড়যন্ত্রের সত্যতা অবশ্যই প্রত্যেক পরিজনের কাছে পৌঁছবে। পুরো ইসলামিক বিশ্বের যারা মিডিয়ার মাঠে কাজ করছেন তাদের অবশ্যই আমেরিকার পরিকল্পনাগুলোকে থামানো উচিত এবং তাদের ঔপনিবেশিকতাবাদের পরিকল্পনাগুলোর বিস্তার থামাতে প্রযুক্তি ব্যবহার করা উচিত ।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেনঃ

(وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيٓ أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ)

ফেরাউন বলল; তোমরা আমাকে ছাড়, মূসাকে হত্যা করতে দাও, ডাকুক সে তার পালনকর্তাকে! আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে অথবা সে দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।(৪০:২৬)

তাঈসীর আলুউনি, সামী আল-হ্ , এবং আব্দুল ইলাহ হায়দার এরা হচ্ছেন সত্য এবং সঠিক সাংবাদিকের উদাহরন। যারা প্রচারের(মিডিয়ার) মাঠে আছে তারা আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবে জনগনের কাছে তারা কি উপস্থাপন করেছিল। তাদের কাজ সঠিক তথ্য পরিবেশন করা। আজকের আমেরিকা এবং আগের ফেরাউনের মধ্যে বৃহৎ আকারের সাদৃশ্যতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

আজকে যারাই আমেরিকার বিকৃত রুচির মুখোশকে উন্মোচিত করছে তাদেরকেই তারা সন্ত্রাসী বলছে। যে এর বিরুদ্ধে কথা বলবে সে মুসলিম হোক বা নাহোক তাকে হত্যা করতে আমেরিকার পকেটগুলো বন্দুকের গুলি রাখার জন্য প্রস্তুত । হোমাইদান আল তুর্কি যে আমেরিকার ইসলামি প্রকাশনীর তত্ত্বাবধানকারী ছিল তাকে মিথ্যাভাবে অভিযোগ করে তার উপর অনৈতিক অপরাধ করেছিল যেখানে তিনি উনত্রিশ বছর ধরে কাজের বাইরে অবস্থান করছেন। এবং আজকে, একইভাবে উইকিলিকসের মালিকও অভিযুক্ত হচ্ছেন, হোয়াইট হাউসের ভিতরের গোপন বিষয় প্রকাশ হওয়ায় তার কাজের মনোযোগ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা এবং এক পাশে সরানোর জন্য।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেনঃ

(وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا)

বলুনঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।(১৭:৮১)

আব্দুল ইলাহ তাঁর সাংবাদিকতার দায়িত্ব সম্পূর্ন করেছিলেন। এখানের ও অন্যান্য জায়গার সকল সাংবাদিক, আব্দুল ইলাহের গোত্র এবং ইয়েমেনের সাধারন জনগন অবশ্যই তাকে রক্ষা করতে এবং সাহায্য করতে তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন। অবশ্যই আমরা আব্দুল ইলাহ শাঈয়ীকে এবং সকল সচেতন মুসলিম সাংবাদিকদের উৎসাহ দিব আল্লাহর সাহায্য খোঁজার জন্য এবং এই কর্তব্য থেকে দূরে থাকা যাবে না।

শান্তি ও দোয়া আমাদের নবী মুহাম্মদ, এবং তাঁর পরিবারের সকল সদস্যের উপর এবং সাথীদের উপর।

অনুবাদঃ

আল-ক্বাদিসিয়াহ মিডিয়া

মারকাজ সাদা আল- জিহাদ
গ্লোবাল ইসলামিক মিডিয়া ফ্রন্ট
পর্যবেক্ষন করছে মুজাহিদীন খবর এবং বিশ্বাসীদের অনুপ্রানিত করছে